দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 16 JUN 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

ভিকারুন নিসা নূন স্কুলের ভর্তি প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অনিয়ম দুর্নীতি

- ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করেও ভর্তি হতে পারেনি অনেকে
- ভর্তি পরীক্ষায় অংশ না নিয়ে, অকৃতকার্য হয়ে এবং তথ্য গোপন করে ভর্তি হয়েছে শতাধিক শিক্ষার্থী

॥ নিজামুল হক ॥

পাবলিক পরীক্ষায় সেরাদের তালিকায় প্রথম স্থান অর্জনকারী রাজধানীর ভিকারুন নিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজের স্কুল শাখার এবারের ভর্তি পরীক্ষায় ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের এক তদন্তে।

অভিভাবকদের কাঙ্ক্ষিত এ প্রতিষ্ঠানে অনেক মেধাবী ছাত্রী পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েও ভর্তি হতে পারেনি। অথচ ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য, পরীক্ষায় অংশ না নেয়া ছাত্রী এবং তথ্য গোপন করে ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। সুপারিশের মাধ্যমে ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে এমন দাবি করা হলেও পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের কাছে এমন কোন প্রমাণ দেখাতে পারেননি প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার। নিরীক্ষা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর সম্প্রতি এ প্রতিষ্ঠান তদন্ত করে ৪৭ পাতার একটি প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়ে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ পাঠায়। সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এ তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে ভিকারুন নিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজে ভর্তিসহ আর্থিক অনিয়মের চিত্র তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তির জন্য প্রণীত নীতিমালা মানা হয়নি।

প্রথম শ্রেণীর ভর্তিতে অনিয়ম

স্কুলে ১ম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য মেধারভিত্তিতে তালিকা না করে ইচ্ছানুযায়ী তালিকা করা হয়েছে। ৫০ নম্বরের মধ্যে ভর্তি পরীক্ষায় ৩৬ থেকে ৪০ দশমিক ৫ নম্বর প্রাপ্ত পর্যন্ত ১হাজার ৪২৩ জন এবং ৪১ থেকে ৫০ নম্বর পর্যন্ত ২১০ জন ছাত্রীর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়নি এমন ছাত্রীর নামও এ তালিকায় রাখা হয়েছে। (১৫শ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

ভিকারুন নিসা নূন স্কুলের ভর্তি

(১৬শ পৃঃ পর)

এছাড়া ৩৬ নম্বরের কম পাওয়া বাংলা মাধ্যমে ৭২ জন এবং ইংরেজি মাধ্যমে ৭ জনের নাম ভর্তির জন্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ ৩৬ নম্বরের বেশি পাওয়া ছাত্রীদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। প্রথম তালিকায় অধিক নম্বর পাওয়া ছাত্রীদের বঞ্চিত করে কম নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রীদের ভর্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১ম তালিকা থেকে ৩০৪ জন ভর্তি না হওয়ায় বাংলা মাধ্যমের জন্য দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রেও অধিক নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রীদের বঞ্চিত করে কম নম্বর পাওয়া ছাত্রীদের নিয়ে ২য় তালিকা প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার তদন্ত দলের কাছে জানান, সরকারি-বেসরকারি, গভর্নিং কমিটির সদস্য, ক্যান্টনমেন্ট ইত্যাদির জোর তদ্বির, শিক্ষকদের মেয়ে বা নিকট আত্মীয়, আজিমপুর শাখায় সরকারি কোটা, বোনের বোন ইত্যাদি কারণে ভর্তি কমিটি ভর্তি করাতে বাধ্য হয়েছে। তদন্ত কমিটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সরবরাহ করা সুপারিশের তালিকায় ৬৮ জন ছাত্রীর ভর্তিতে রেফারেন্স হিসাবে 'বোন' উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ৭৫ জন ছাত্রীর ভর্তিতে কোন রেফারেন্স উল্লেখ নেই। তদন্ত কমিটি ৭৫ জন ভর্তির বিষয়ে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে দায়ী করেন।

প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর ২০ থাকলেও ভর্তি পরীক্ষায় ২০ নম্বরের কম পেয়ে বাংলা মাধ্যমে ১৮ জন এবং ইংরেজি মাধ্যমে ৮ জন ছাত্রী ভর্তি করা হয়। এছাড়া দ্বিতীয় তালিকার পর আর কোন তালিকা প্রকাশ না করে তালিকার বাইরে মূল স্কুলের প্রভাতী শাখায় ১৪ জন, দিবা শাখায় ২০ জন, আজিমপুর শাখার প্রভাতীতে ১৪ জন, দিবায় ৪ জন, ধানমন্ডি শাখার প্রভাতীতে ৪ জন, দিবায় ৫ জন, বসুন্ধরা শাখায় প্রভাতীতে ৬ জন, দিবায় ৭ জন এবং ইংরেজি মাধ্যমে ২০ জনসহ মোট ৯০ জনকে অবৈধভাবে ভর্তি করা হয়।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ চলে যাবার পরও ৯৭ জন ছাত্রীকে অবৈধভাবে বিভিন্ন শাখায় ভর্তি করা হয়েছে। ভর্তি কমিটির ৭ সদস্যের জন্য ৭টি করে ৪৯টি আসন বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ভর্তি নীতিমালায় উল্লেখ ছিল, প্রয়োজনে একটি অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করা হবে কিন্তু প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তা না করেই বিধিবহির্ভূতভাবে ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার পূর্বে প্রথম শ্রেণীর আসন সংখ্যা প্রকাশ করা হয়নি। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, অধ্যক্ষকে আহবায়ক করে ৭ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হলেও রেজাল্ট শীটে উক্ত ভর্তি কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি। অথচ ভর্তির নীতিমালায় স্বাক্ষর করার বিষয় উল্লেখ ছিল। এছাড়া ভর্তি কমিটির সভায়ও বাংলা মাধ্যমের আসন সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ভর্তির নীতিমালায় উল্লেখ আছে, ১ম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য যে শাখায় আবেদন করবে শুধু সেই শাখায়ই ছাত্রী ভর্তি হতে পারবে, অন্য শাখায় ভর্তি হতে পারবে না। এ নীতিমালা অনুসরণ না করে ১০ জন ছাত্রীর শাখা পরিবর্তন করা হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় আবেদন ফরম তুলে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়নি অথচ তাকে ভর্তির জন্য মূল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে ভর্তি করা হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় আবেদন করেনি এমন দুজন ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়েছে। ছাত্রী দুজনকে প্রথম তালিকার জন্য নির্ধারিত তারিখে ভর্তি করা হয়েছে। ফরম না তুলেও ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। তদন্ত দল তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, এক ছাত্রী ভর্তি হবার পরে নোটারি পাবলিকের দ্বারা হলফনামার মাধ্যমে তার নিজের, পিতা-মাতার নাম পরিবর্তন করে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ভর্তি পরীক্ষার সময় একটি নাম ভুল হতে পারে কিন্তু নিজের, পিতার ও মাতার নাম পরিবর্তন করার বিষয়টি রহস্যজনক। তথ্য গোপন করে এমন ভর্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলে তদন্ত কমিটি মনে করে।

অন্যান্য শ্রেণীর ভর্তিতে অনিয়ম

কোন নীতিমালা অনুসরণ না করে স্কুলে ২য় শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত ১১২ জন ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪ জন প্রাক্তন অধ্যক্ষের সময়ে বাকি ১০৮ জন বর্তমান অধ্যক্ষের সময়ে ভর্তি করা হয়েছে। এসব ভর্তির ক্ষেত্রে গভর্নিং বডির কোন অনুমোদন নেই। এছাড়া ভর্তির জন্য কোন ভর্তি কমিটি গঠন, কোন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়নি। ছাত্রীদের ভর্তি সংক্রান্ত কোন তথ্যও সংরক্ষণ রাখা হয়নি বলে তদন্ত দল তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে। এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তদন্ত দলের কাছে জানান, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা স্বাক্ষরবিহীন স্লিপ ও চিঠি পাঠিয়ে এবং ফোনে অনুরোধ করেছেন। সুপারিশ অলিখিত হলেও উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

এছাড়া ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তদন্ত দলের কাছে স্কুলের সায়েন্স ক্লাবের অর্থের কোন হিসাব দিতে পারেননি। শিক্ষকদের নিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সভা করার কারণে ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত পদার্থ, ভূগোল, অর্থনীতিসহ ৬ টি বিষয়ের ৪৭টি ক্লাস নিতে পারেননি শিক্ষকরা। ভর্তিকৃত ছাত্রীদের কাছ থেকে ভর্তির সময় আদায়কৃত অর্থ ক্যাশ বইয়ের হিসাবে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয়ের কোন হিসাব সংরক্ষণ করেননি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের বক্তব্য

নিরীক্ষা অধিদপ্তরের তদন্ত সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার জানান, সব অভিযোগ সত্য নয়। তদন্ত কমিটি একতরফা সিদ্ধান্ত দিয়েছে। তিনি জানান, এ পদে থাকলে অনেক অনুরোধ রাখতে হয়। বড় কর্মকর্তাদের অনুরোধ রাখতে গিয়েই তালিকার বাইরে ছাত্রীদের ভর্তি করা হয়েছে। তিনি বলেন, সায়েন্স ক্লাব নিয়ে তদন্তে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সত্য নয়।